দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

০৭

সরকারী হিসেবের একটি নমুনা

নীলফামারীর সকল শিশুই লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী, ১৮ই নভেম্বর।— জেলার ৬ থেকে ১০ বছরের প্রায় সকল শিশুই বর্তমানে লেখাপড়া করছে। এ হিসেব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর। এ হিসেবে আগামী বছর থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা এক বছর আগেই শেষ হয়েছে নীলফামারী জেলায়। কিন্তু বাস্তব রূপ ভিন্ন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জরিপ মতে, জেলার ৬টি উপজেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী (৬–১০ বছর) শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৬২ হাজার ৬শ' ৫৬ জন। এদের মধ্যে জেলার ৫শ' ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলতি বছর (১৯৯০ সাল) লেখাপড়া করছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৮শ' ৫৭ জন শিশু। অপরদিকে এই জেলায় এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে ৩শ' ২৬টি। এসব মাদ্রাসাতেও ৬ বছরের শিশুরা ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং সেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতি উপজেলায় নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য সংরক্ষণ কমিটি রয়েছে। এই কমিটির দেয়া হিসেবে জেলার এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ছাত্রের সংখ্যা রয়েছে ৪৪ হাজার ৭শ' ১৭ জন। তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা মিলে ১ লাখ ৬২ হাজার ৫শ' ৭৪ জন শিশু লেখাপড়া করছে। অর্থাৎ প্রায় সকল শিশুই লেখাপড়ার আওতায় চলে এসেছে। কিন্তু এসব তথ্য যে আদৌ সঠিক নয় তা জেলার সাইকেল, রিকশা মেকার ও চায়ের দোকানে ঢুকলেই ভালভাবে বোঝা যায়। আরো বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতে গেলে। এসব জায়গায় দিন–রাত কাজ করছে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের বিপুলসংখ্যক শিশু–কিশোর। এছাড়াও সৈয়দপুর উপজেলার কুমারগাড়ী গ্রামের একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জরিপে দেখা গেছে গ্রামটির ৬৫ জন শিশুর মধ্যে মাত্র ২৯ জন লেখাপড়া করছে। এসব থেকেই বাস্তবতার সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে দেয়া এই হিসেবের গড়মিল বোঝা যায়।

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৯শে নভেম্বর।– আজ সকালে সীতাকুণ্ডে ট্রাকের সঙ্গে প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মিল কর্মকর্তাসহ ৩জন নিহত হন।